স্নাতকোত্তর পর্যায় : দ্বিতীয় স্থান

# আমার শিক্ষককে আমি যেভাবে দেখতে চাই

**মো. মিনহাজুল আবেদীন**

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট  মতিহার হল

শিক্ষকতার মতো মহান পেশা ও ব্রত নিয়ে একজন শিক্ষক আজীবন শিক্ষার্থী তথা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতে পারেন। কারণ  শিক্ষকতা আমাদের জাতীয় ও সামগ্রিক জীবনে প্রভাব ফেলে। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জ্ঞানের আলোয় শিক্ষার্থীর মননকে প্রস্ফুটিত করেন ও শিক্ষার্থীর আত্মোপলব্ধি ঘটান, যা তাকে সারাজীবন চলার পাথেয় তৈরি করে দেয়। যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রজ্জ্বলিত হৃদয়ে জ্ঞানের পিপাসাকে জ্বালিয়ে দিতে পারেন, জীবনের একটি অথবা দুটি ক্লাসেও যদি তা পারেন তবে তার চেয়ে ধী-শক্তির অধিকারী মানুষ আর কেউ নেই। আমার শিক্ষককে আমি ঠিক তেমন ভাবেই দেখতে চাই, যিনি লালিত স্বপ্নের মাধ্যমে যেভাবে তার জীবন জগতে আলো ছড়িয়েছেন, ঠিক সেভাবে তিনি শিক্ষার্থীর মধ্যেও ছড়িয়ে দেবেন। বৈষয়িক ভবিষ্যৎ ও চাকরি-বাকরির কুঠুরিতে নিজেকে আবদ্ধ না করে তিনি শিক্ষার্থীর হৃদয়ে স্বপ্ন ও ভালোবাসা জাগিয়ে তুলবেন। শিক্ষকের এই মহান ভূমিকা নিয়ে লেখক ও চিন্তাবিদ আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ বলেছিলেন-

> "জীবন কতটা দীপান্বিত ও জ্যোতির্ময় তা একজন শিক্ষার্থী জানতে পারে তার জীবনের দীপান্বিত শিক্ষকের কাছ থেকে"

আমি আমার শিক্ষককে এমন দীপান্বিত রূপে দেখতে চাই যেখানে তিনি শিক্ষার্থীর জীবনকে সুদূরভাবে প্রবাহিত করবেন। শিক্ষকতার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে শুধু বাঁধাধরা সিলেবাস এর মধ্যে আবদ্ধ না করে জ্ঞানের জগতকে আলোকিত করবেন। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার নির্ধারিত সিলেবাস থাকলেও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপকতার সীমা নেই। সীমাহীন সেই ব্যাপকতার মধ্যেই শিক্ষক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে ভালোমন্দের শিক্ষা দিবেন। এজন্য তিনি কী পেলেন তা কখনো ভাববেন না। বরং তিনি কী দিলেন এবং কী দিতে পারলেন না এ ভাবনাই তাকে শিক্ষকতার মহত্তম মহিমা দান করবে। আমি চাই আমার শিক্ষক বৈষয়িক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির চেয়েও জ্ঞানের অন্বেষণ সর্বদা জারি রাখবেন। শিক্ষার্থীর কল্যাণে নিজের শক্তি ও দীপ্তির প্রকাশ ঘটিয়ে তাদের অন্তর্জগতকে অনুরণিত করবেন। তবেই তিনি শিক্ষার্থীর হৃদয়ের  গভীরে সত্যিকারের শিক্ষক হয়ে উঠবেন। অনুভব করতে পারবেন শিক্ষাদানের অন্তর্নিহিত নিখাদ আনন্দ ও অফুরান পুণ্য। শিক্ষার্থীর হৃদয়ে অনুভূত বা উপলব্ধ না হতে পারার যে দুঃসহ বেদনা তা শিক্ষক নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন।

বর্তমান সময়ে আমাদের যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে এ থেকে যদি আমাদের উত্তরণ পেতে হয় তবে শিক্ষকদেরকেই আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করতে হবে। ন্যায়-নীতি, মূল্যবোধ, আদর্শ সমুন্নত রাখার মশাল হাতে  শিক্ষকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। যুগ যুগ ধরে শিক্ষকদেরকে জাতি একটি মহিমান্বিত সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে কথা, কাজে, আদর্শে, মূল্যবোধে শিক্ষক যদি বদলে যান তবে তা জাতিকে আহত ও অভিমান ক্ষুব্ধ করে।

আমি চাই আমার শিক্ষক দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে পরিপূর্ণ হবেন। তিনি দেশ-জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে প্রাজ্ঞ হবেন। নিজের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনা গভীরভাবে লালন করবেন ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনভাবে তা সঞ্চালন করবেন। শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে দেশের কল্যাণে জীবন বাজি রাখার মতো নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবেন। আমার শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব হবে প্রাণোচ্ছল ও বুদ্ধিদীপ্ত, সেই সাথে তিনি নীতি ও আদর্শের ব্যাপারে আপোষহীন থাকবেন। তিনি হবেন আধুনিক ও উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ যিনি কখনো নীতি-নৈতিকতার সাথে আপোষ করবেন না এবং শিক্ষার্থীদেরও আপোষ করার শিক্ষা দেবেন না। যেমনটি আপোষ করেননি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপক শহীদ ড. শামসুজ্জোহ। যিনি শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে তাদের জীবন রক্ষায় নিজের জীবনকেই উৎসর্গ করেছেন।

আমার শিক্ষককে আমি এমনভাবে দেখতে চাই যিনি সহানুভূতি, আবেগ ও জ্ঞানে সংমিশ্রণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অভিজ্ঞতাকে আরো অর্থপূর্ণ করে তুলবেন। কারণ একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন তথা তার সামগ্রিক জীবন কতটা

অর্থপূর্ণ হবে অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষা জীবনে তারা কতোটা ধীমান শিক্ষকের সংস্পর্শে আসে তার উপর। জীবন কত বিপুলা, আলোকিত হতে পারে, একজন শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের সামনে তা তুলে ধরতে পারেন।

আমি চাই আমার শিক্ষক হবেন কর্মঠ, দক্ষ ও মেধাবী। তার বাচনভঙ্গি হবে বুদ্ধিদীপ্ত ও চিত্তাকর্ষক। তার বাগ্মিতা শ্রোতাদের দীর্ঘ সময় আবিষ্ট করে রাখবে। তিনি বৈষয়িক জটিল তথ্য-তত্ত্বসমূহ শিক্ষার্থীর সামনে সহজভাবে তুলে ধরবেন যা তাদের শিখনকে আরো আনন্দময় করে তুলবে। তিনি শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতাও বিকশিত করবেন। তিনি পরিপার্শ্ব ও বিশ্বজগৎ কে শিক্ষণের সাথে সম্পূর্ণ করবেন, তবেই শিক্ষার্থীরা গৎবাঁধা ক্লাস লেকচারে একটু হলেও রসবোধ খুঁজে পাবে। যদিও আজকের দিনগুলোতে মনোযোগী ও নিবিষ্ট শিক্ষার্থী হয়ে ওঠার প্রবণতা আমাদের মধ্যে খুবই কম, তবুও শিক্ষক অকৃপণভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে যাবেন। যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সেই প্রশংসাযোগ্য করে তোলার জন্য অনুপ্রেরণা বোধ করে। কেবল ভালো শিক্ষার্থী নন, সব শিক্ষার্থীর প্রতিই শিক্ষকের থাকতে হবে অগাধ ভালোবাসা। ভালোবাসা দিয়েই শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীদের লালন করবেন অতি সযত্নে। শিক্ষার্থীর জান্তে ও অজান্তে তার মনন, চিন্তা ও দর্শনে শিক্ষক প্রোথিত করবেন নিজের সব উৎকৃষ্ট গুণগুলো।

আজকের পরিবর্তিত বিশ্বে যেভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবন ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে আমি চাই আমার শিক্ষক সেই ধারায় নিজেকে অভিযোজিত করবেন। শিক্ষার জন্য কল্যাণকর নব শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি, নব প্রযুক্তিতে নিজেকে বিকশিত করার মাধ্যমে একজন স্বাধীন, বাস্তববাদী, সৃজনশীল, মর্যাদাসম্পন্ন ও আধুনিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তার আয়ত্তে থাকবে শিক্ষাদানের মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান ও আধুনিক কলাকৌশল। আমি চাই আমার শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, আগ্রহ-অনাগ্রহ বোঝার অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী। শুধু নোট-সাজেশন দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক ও মুখস্থসর্বস্ব সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ না করে শিক্ষার্থীকে সর্বদিক থেকেই মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষার্থীর কল্যাণের জন্য পরিবর্তনকে তিনি সর্বদা আলিঙ্গন করবেন ও শিখন-শিক্ষণকে আরো আকর্ষণীয় ও কার্যকরী করে তুলতে সচেষ্ট হবেন। শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে উদার, তিনি শিক্ষার্থীদের মতামতকে গুরুত্ব দিবেন। তিনি তার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষ সংস্কৃতি গড়ে তুলবেন। শিক্ষকের কাছে সকল ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থী নিরাপদ বোধ করবে। এটি ভেবেই বোধকরি মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন,

"আমি বরাবরই অনুভব করেছি যে শিক্ষার্থীর জন্য সত্য পাঠ্যপুস্তক তার শিক্ষক"

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কটি অত্যন্ত সুগভীর ও হৃদ্য। একজন শিক্ষার্থী তার জীবনের কিছু উজ্জ্বল শিক্ষককে সর্বদা হৃদয়ের গভীরে জায়গা দেন। কিন্তু একজন শিক্ষক তার সারাজীবনের সকল শিক্ষার্থীকে সেভাবে না চিনতে পারলেও তার শিক্ষার্থী পরিমণ্ডলটিকে চেনেন। কেননা, শিক্ষার্থীদের নিয়েই শিক্ষকের শিক্ষকজীবন আবর্তিত। আমি চাই আমার শিক্ষকের মধ্যে থাকবে শিক্ষার্থীর প্রতি মমত্ববোধ, মানবিক ত্রুটিকে ক্ষমা করার অসীম ক্ষমতা। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে জীবনের যেকোনো বিষয়ে নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে তাদের মনের অব্যক্ত কথা ব্যক্ত করতে পারবে। শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যান্ত্রিক নয় বরং মানবিক হবে।

"জাতি শিক্ষকতার যে মহৎ গুরু দায়িত্বটি আমাকে অর্পণ করেছে, আমি তা সঠিকভাবে তা পালন করছি কি?" আমি চাই আমার শিক্ষক এই প্রশ্নটির উত্তর তার পৌঢ়ত্বে অথবা জীবনসায়াহ্নে না খুঁজে জীবনের সজীব, উজ্জ্বল ও লাবণ্যময় তারুণ্যের সময়ে খুঁজে নিবেন। যদি উত্তরটি তিনি পেয়ে যান তবে তিনি শিক্ষকতার মহান যে ব্রত সেটি উপলব্ধি করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার স্থান করে নিতে পারবেন। আমি চাই আমার শিক্ষক সাধারণের মধ্যে থেকেও উজ্জ্বল হয়ে উঠুন। তিনি তার দীপ্তি, মেধা ও মূল্যবোধ দিয়ে শিক্ষাঙ্গনকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে রাখুন। আমার শিক্ষককে এভাবে দেখতে চাওয়ার এই ক্ষুদ্র প্রত্যাশা তো আমি করতেই পারি।

স্নাতকোত্তর পর্যায় : তৃতীয় স্থান

# আমার শিক্ষককে আমি যেভাবে দেখতে চাই

**মো. হাবিবুর রহমান**

রসায়ন বিভাগ  নবাব আব্দুল লতিফ হল

## ভূমিকা

একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একজন আদর্শ শিক্ষক কেবল জ্ঞান বিতরণ করেন না, বরং তিনি শিক্ষার্থীর মননশীলতা, নৈতিকতা, এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে অসাধারণ ভূমিকা রাখেন। 'আমার শিক্ষককে আমি যেভাবে দেখতে চাই' এই ভাবনা আমাকে প্রায়ই ভাবায়, কেননা একজন শিক্ষকের প্রভাব শিক্ষার্থীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পড়ে। একজন আদর্শ শিক্ষকের মধ্যে আমি এমন কিছু গুণাবলী দেখতে চাই যা শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়ক হবে এবং তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

## জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ

প্রথমত, আমি চাই আমার শিক্ষক হবেন জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ। তার বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের গভীরতা থাকবে, যা তাকে শিক্ষার্থীদের জন্য সঠিক গাইড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। শিক্ষক যদি তার নিজের বিষয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী না হন বা জ্ঞান সীমিত থাকে, তবে তিনি শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে শেখাতে পারবেন না। আমি এমন একজন শিক্ষককে দেখতে চাই, যিনি তার নিজস্ব দক্ষতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার মানকে আরও মূল্যবান করে তুলবেন। পাশাপাশি, তিনি সব সময় নিজেকে উন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা করবেন, যেন শিক্ষার্থীদের সর্বশেষ জ্ঞান এবং তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হন।

## শিক্ষাদানের সৃজনশীল পদ্ধতি

একজন আদর্শ শিক্ষককে আমি দেখতে চাই সৃজনশীল শিক্ষাদানের মাধ্যমে পাঠদান করতে। আমাদের সময়ের অনেক শিক্ষকই পুরনো পদ্ধতি অনুসরণ করেন যা শিক্ষার্থীদের জন্য একঘেয়ে হয়ে যায়। কিন্তু আমি চাই আমার শিক্ষক এমন হবেন যিনি পাঠদানকে আনন্দময় ও প্রাণবন্ত করে তুলবেন। তিনি বিভিন্ন কার্যকলাপ, আলোচনা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করবেন। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞান পড়ানোর সময় তিনি শুধু তত্ত্বের উপর নির্ভর না করে বাস্তব উদাহরণ এবং প্রায়োগিক শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেবেন। বাংলা বা ইংরেজি সাহিত্য পড়ানোর সময় গল্প বা কবিতাকে অনুভূতির সঙ্গে মিশিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনাশক্তি বাড়িয়ে তুলবেন।

## সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল

আমি চাই আমার শিক্ষক হবেন সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল। একজন শিক্ষক কেবল বইয়ের জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না, বরং শিক্ষার্থীর মানসিক ও আবেগিক দিকগুলোও বুঝতে সক্ষম হবেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সমস্যা, উদ্বেগ বা চ্যালেঞ্জ আলাদা। আমি চাই আমার শিক্ষক এমন হবেন যিনি আমাদেও সমস্যাগুলো শোনার সময় ধৈর্য ধরবেন এবং সহানুভূতির সঙ্গে সেগুলোর সমাধানে সাহায্য করবেন। তিনি কখনোই কোনো শিক্ষার্থীকে তার দুর্বলতার জন্য অবহেলা করবেন না, বরং তাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

## বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক

একজন আদর্শ শিক্ষককে আমি দেখতে চাই বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। যদিও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা জরুরি, তবে শিক্ষার্থীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করলে শিক্ষার পরিবেশ আরও উন্মুক্ত ও মনোরম হয়ে ওঠে। আমি চাই আমার শিক্ষক এমন হবেন যিনি আমাদের সহজে কাছে টেনে নেবেন, যাতে আমরা কোনো ভয় বা দ্বিধা ছাড়াই তার কাছে যেতে পারি। শিক্ষকের সঙ্গে সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত যাতে আমরা সহজেই তাকে আমাদের সমস্যাগুলো জানাতে পারি এবং তার কাছ থেকে সমাধান পাই। এই আন্তরিক সম্পর্ক আমাদের শেখার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবে এবং আমাদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করবে।

**নৈতিক ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি**

শিক্ষা শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও শেখায়। আমি চাই আমার শিক্ষক নৈতিক ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হবেন। তিনি আমাদের ন্যায়বিচার, সততা, এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন। আমি চাই তিনি এমন হবেন যিনি আমাদের শুধু ভালো ছাত্র বা ছাত্রী বানাবেন না, বরং ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেবেন। নৈতিকতা ও আদর্শিক দিক দিয়ে তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক হবেন, যা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

**ধৈর্যশীল ও উৎসাহদাতা**

একজন আদর্শ শিক্ষক ধৈর্যশীল হবেন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উৎসাহদাতা হিসেবে কাজ করবেন। আমি চাই আমার শিক্ষক এমন হবেন যিনি আমাদের প্রতি সব সময় ধৈর্য ধারণ করবেন, বিশেষ করে যখন আমরা কোনো বিষয়ে অসুবিধা বোধ করি। তিনি জানবেন যে প্রতিটি শিক্ষার্থী একরকম নয় এবং সবার শেখার ক্ষমতা ও পদ্ধতি আলাদা। তিনি আমাদের শিখতে সময় দেবেন এবং ভুলগুলো শুধরে দেবেন। একই সঙ্গে, তিনি আমাদের প্রতি সব সময় উৎসাহিত থাকবেন এবং আমাদের উন্নতির জন্য অনুপ্রেরণা দেবেন। তিনি আমাদের সাফল্যগুলোকে স্বীকৃতি দেবেন এবং ব্যর্থতাগুলোকে শিক্ষার একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করবেন।

**প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার**

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষা ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আমি চাই আমার শিক্ষক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবেন এবং ক্লাসে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করবেন। বিভিন্ন শিক্ষামূলক সফটওয়্যার, অনলাইন রিসোর্স এবং ইন্টারেক্টিভ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তিনি আমাদের শিক্ষাকে আরও সমৃদ্ধ করবেন। তবে তিনি সব সময় নিশ্চিত করবেন যে প্রযুক্তির ব্যবহার যেন শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক হয় এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়, বিরক্তি নয়।

**ব্যক্তিগত মনোযোগ**

একজন আদর্শ শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখবেন এবং তার ক্ষমতা ও দুর্বলতাকে বুঝবেন। আমি চাই আমার শিক্ষক আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত মনোযোগ দেবেন এবং আমাদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। তিনি জানবেন যে সবাই একভাবে শিখতে পারে না, তাই তিনি ব্যক্তিগত চাহিদার ভিত্তিতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এই মনোযোগ আমাদের শিক্ষার প্রতি আরো আগ্রহী করে তুলবে এবং আমাদের সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করতে সাহায্য করবে।

**সমতা ও নিরপেক্ষতা**

একজন শিক্ষক কখনোই শিক্ষার্থীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করবেন না। আমি চাই আমার শিক্ষক এমন হবেন যিনি সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমানভাবে মনোযোগ দেবেন। তিনি কখনো কারো প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখাবেন না বা কোনো শিক্ষার্থীকে অবহেলা করবেন না। তিনি সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করবেন এবং আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন আমাদের নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী সেরা পারফর্ম করতে।

**সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বের প্রতি সচেতনতা**

বর্তমান সমাজের নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্যও প্রাসঙ্গিক। আমি চাই আমার শিক্ষক আমাদের সমাজের বিভিন্ন দায়িত্ব এবং আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করবেন। তিনি আমাদের শেখাবেন কিভাবে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সমাজে অবদান রাখতে হবে এবং কিভাবে আমাদের আশেপাশের মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। এই ধরনের শিক্ষা আমাদেরকে সামাজিক ও নৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

**উপসংহার**

একজন আদর্শ শিক্ষক কেবল পাঠদানকারী নন, তিনি শিক্ষার্থীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারেন। আমার শিক্ষককে আমি এমনভাবে দেখতে চাই যে, তিনি শুধু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান বিতরণ করবেন না, বরং আমাদের মধ্যে নৈতিক ও মূল্যবোধের বীজ বপন করবেন। তিনি আমাদের সৃজনশীলতা, চিন্তাশক্তি, এবং মানবিক গুণাবলী বিকাশে সহায়ক হবেন। একজন শিক্ষক যদি এই গুণাবলীর অধিকারী হন, তবে তিনি শিক্ষার্থীদের জীবনে চিরকালীন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবেন। আমি এমন একজন শিক্ষকের স্বপ্ন দেখি, যিনি আমাদের জীবনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবেন এবং আমাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করবেন।

সঞ্চালনা: প্রফেসর ড. মুর্শিদা ফেরদৌস বিনতে হাবিব